প্রথম আলো

তারিখ 20 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

মাদারীপুরে কলেজশিক্ষক হত্যাচেষ্টা

আদালতে জবানবন্দি খালেদ সাইফুল্লাহর

আদালত প্রতিবেদক ●

মাদারীপুরের কলেজশিক্ষক রিপন চক্রবর্তীকে হত্যাচেষ্টায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন খালেদ সাইফুল্লাহ। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে তিনি এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। খালেদ সাইফুল্লাহ জেএমবির সদস্য বলে পুলিশ মামলায় উল্লেখ করেছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের উপপরিদর্শক (এসআই) সিরাজুম মুনির গতকাল খালেদ সাইফুল্লাহকে আদালতে হাজির করে তাঁর জবানবন্দি নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। ঢাকার মহানগর হাকিম সাব্বির ইয়াছির আরাফাত তাঁর খাসকামরায় জবানবন্দি গ্রহণ করেন। জবানবন্দি গ্রহণ শেষে তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন আদালত।

গতকাল আদালতে দেওয়া পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়, খালেদ সাইফুল্লাহ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে মাদারীপুরের শিক্ষক রিপন চক্রবর্তীকে হত্যাচেষ্টায় জড়িত থাকার বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানিয়েছেন, তিনি নিজে একটি কিলিং স্কোয়াডের সদস্য। তাঁরা প্রতিটি ঘটনায় (অপারেশন) আলাদা ছদ্মনাম ও কোড ব্যবহার করতেন। তিনি নিজে 'হুদ হুদ', 'সেমিফাইনাল', 'কোয়ার্টার ফাইনাল', 'জান্নাতি যুবক', 'ঢাকা আনসার'সহ বিভিন্ন নামের গ্রুপের সদস্য।

গত ৩০ জুন রাতে ডেমরার মাতুয়াইল ইউনিয়নের বাদশা মিয়া রোড এলাকা থেকে খালেদ সাইফুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়। এ বিষয়ে ১ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম বলেছেন, খালেদ সাইফুল্লাহ ওরফে জামিল ওরফে আফিফ কাইফি ওরফে পথভোলা পথিক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সক্রিয় সদস্য।

খালেদ সাইফুল্লাহর বাবা মাদারীপুর সরকারি নাজিমউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান। একই কলেজের গণিত বিভাগের প্রভাষক রিপন চক্রবর্তীকে ১৫ জুন বিকেলে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। এ সময় জনতা ধাওয়া করে হামলাকারীদের একজন গোলাম ফাইজুল্লাহ ফাহিমকে ধরে ফেলে। ফাহিম ১৮ জুন রিমান্ডে থাকা অবস্থায় পুলিশের এক কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।